ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিরাজমান পরিস্থিতিতে জনগণের সুরক্ষা বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের আহ্বান

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজ ২৯ মার্চ রবিবার সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিরাজমান পরিস্থিতিতে জনগণের সুরক্ষা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। সভায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের তালিকা সংযুক্ত। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনিস মাহমুদ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম।

২। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, ইতোপূর্বে ২৪ মার্চ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সভায় দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং মানুষের ব্যাপক মৃত্যুঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত পরামর্শের বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় তা স্পষ্টিকরণের জন্য এ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

৩। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করেন। এছাড়া আল্লামা আহমদ শফি, চেয়ারম্যান, হাইয়াতুল উলয়া বাংলাদেশ; আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী, মহাপরিচালক, আল জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুফতি নুরুল ইসলাম, নাযেমে তা'লীমাত, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ; মুফতি মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দীন, মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া, নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; মাওলানা মুহিব্বুল হক, মুহতামিম, জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে শাহজালাল (রাহ), সিলেট; মাওলানা সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলা উদ্দিন, খতীব, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ, চট্টগ্রাম; আল্লামা সৈয়দ অছিউর রহমান, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম ও আল্লামা মুফতি মোবারকুল্লাহ, মুহাতামিম, জামিয়া ইউনুছিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে গৃহীত মতামত সভায় আলোচনাকালে বিবেচনা করা হয়।

৪। সভায় উপস্থাপিত বক্তব্য ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরামর্শ প্রস্তুত করার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ উল্লেখিত বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সুরক্ষার জন্য তাদের মতো করে নিম্নরূপ আহ্বান জানান:

বিশ্ব আজ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। আমাদের দেশও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সরকার ও জনগণ চরম উদ্বিগ্ন। এ ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সচেতনতা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ মেনে চলা আবশ্যক।

Korona Fatua

ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রণীত নির্দেশনাসমূহ

(ক) তওবা, ইস্তেগফার ও দুআ: পৃথিবীতে যা কিছু হয় আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়। রোগবালাই, মহামারি সবই আল্লাহর হুকুমে আসে। আবার তাঁর হুকুমেই নিরাময় হয়। এ বিশ্বাস সকল মুমিনেরই থাকতে হবে। এ মহামারি থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো সকল গুনাহ ও অপরাধ হতে বিরত থেকে বেশি বেশি তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং নিম্নের দুআগুলো সর্বদা পড়তে থাকা।

١- بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

٣- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

(খ) সতর্কতা অবলম্বন: রোগ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। বরং নবীজী (সা) এর সুন্নত।

(গ) মসজিদ সংক্রান্ত: মসজিদে নিয়মিত আযান, ইকামত, জামাত ও জুমার নামাজ অব্যাহত থাকবে। তবে জুমআ ও জামাতে মুসল্লিগণের অংশগ্রহণ সীমিত থাকবে অর্থাৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ জুমআ ও জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না:

(১) যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত,
(২) যাদের সর্দি, জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট আছে,
(৩) যারা আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চল থেকে এসেছেন,
(৪) যারা উক্তরূপ মানুষের সংস্পর্শে গিয়েছেন,
(৫) যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত,
(৬) বয়োঃবৃদ্ধ, দুর্বল, মহিলা ও শিশু,
(৭) যারা অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ও
(৮) যারা মসজিদে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন তাদেরও মসজিদে না আসার অবকাশ আছে।

যারা জুমআ ও জামাতে যাবেন তারা সকলই যাবতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। ওযু করে নিজ নিজ ঘরে সুন্নাত ও নফল আদায় করবেন। শুধু জামাতের সময় মসজিদে যাবেন এবং ফরজ নামাজ শেষে দ্রুত ঘরে চলে আসবেন। সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া, মাস্ক পড়া, জীবাণুনাশক দ্বারা মসজিদ ও ঘরের মেঝে পরিস্কার রাখাসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল নির্দেশনা মেনে চলবেন। হঠাৎ হাঁচি-কাশি এসে গেলে টিস্যু বা বাহু দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবেন।

Korona Fatua

(ঘ) খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মসজিদ কমিটির করণীয়:

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদকে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং কার্পেট-কাপড় সরিয়ে ফেলা।

(২) জামাত সংক্ষিপ্ত করা।

(৩) জুমার বয়ান, খুতবা ও দোয়া সংক্ষিপ্ত করা।

(৪) বর্তমান সংকটকালে দরসে হাদীস, তাফসির ও তা'লীম স্থগিত রাখা।

(৫) ওযুখানায় অবশ্যই সাবান ও পর্যাপ্ত টিস্যু রাখা।

(৬) বর্তমান পরিস্থিতিতে জামাতের কাতারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ানো।

(৭) ইশরাক, তিলাওয়াত, যিকির ও অন্যান্য আমল ঘরে করা।

(৮) ঢাকাসহ দেশের কোন মসজিদে যদি কোন বিদেশী মেহমান অবস্থানরত থাকেন তাদের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) করোনায় মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন ও জানাযা: হাদিসের বর্ণানুযায়ী মহামারিতে মৃত মুমিন ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। করোনায় মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযা ও দাফন যথাযথ মর্যাদার সাথে করা জরুরি। করোনায় মৃত ব্যক্তির দাফনে সহযোগিতা করুন। তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ বা কোনরূপ অসহযোগিতা করা শরীয়তবিরোধী ও অমানবিক।

(চ) দান-সাদকা: হাদিস শরীফে আছে দান-সাদকা দ্বারা বালা মছিবত দূর হয়। এই সংকটকালীন সময়ে আল্লাহর রহমত লাভের উদ্দেশ্যে দুস্থ ও অসহায়দের বেশি বেশি দান-সাদকা করুন। নিম্ন আয়ের মানুষের নিকট খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

(ছ) গুজব সৃষ্টি না করা: এ সমস্ত বিষয়ে গুজব মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই গুজব সৃষ্টি করা বা গুজবে বিশ্বাস করা সর্বোতোভাবে বর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) প্রচার-প্রচারণা: ওলামায়ে কেরামের এ আহ্বান আন্তরিকতার সাথে ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল মসজিদের খতিব, ইমাম, মসজিদ কমিটি, গণমাধ্যম, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালে শরীয়তের দিক নির্দেশনা চেয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করায় ওলামায়ে কেরাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। একই সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সময়োচিত উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

(আল্লামা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ)	(মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন)	(মুফতি মীযানুর রহমান সাঈদ)
ইমাম	মুহতামিম	মহাপরিচালক
শোলাকিয়া ঈদগাহ, কিশোরগঞ্জ	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর	শায়খ যাকারিয়া (র.) ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

(মুফতি মোঃ নূরুল আমীন)
সদস্য সচিব
জাতীয় মুফতি বোর্ড বাংলাদেশ

(মাওলানা মাহফুজুল হক)
মুহতামিম
জামেয়া রহমানিয়া মোহাম্মদপুর

(ড. আল্লামা মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার)
প্রিন্সিপাল
ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা

(মুফতি মোহাম্মদ আলী)
মুহতামিম
ইদারাতুল উলুম আফতাবনগর

(মুফতি মাহমুদুল হাসান)
মুহতামিম
জামিয়াতুল উলুম

(মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী)
প্রিন্সিপাল
চরমোনাই কামিল মাদ্রাসা

(মুফতি ওয়ালিয়ুর রহমান খান)
মুহাদ্দিস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

(মুফতি ইয়াহিয়া মাহমুদ)
মুহতামিম
দারুল উলূম রামপুরা

(ড. মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ)
প্রিন্সিপাল
মহাখালী হোছাইনিয়া মাদ্রাসা